মুজিবনগরে ব্র্যাক পরিচালিত কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন ইউএনও

ব্র্যাক যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর আওতায় শিক্ষকদের ওরিয়েন্টেশন কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম।

মুজিবনগরের ৩ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১৫ জন শিক্ষকের অংশগ্রহণে টিবি, ম্যালেরিয়া, এইচআইভি, এইডস, ডেঙ্গু, ডায়রিয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত রোগের বিজ্জর রোধে করনীয় বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন টিবি কনট্রোল প্রোগ্রামের আওতায় বুধবার (২৮ আগষ্ট) দিনব্যাপী মুজিবনগর উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম।

এসময় তিনি সকল অংশগ্রহণকারীদের বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন রাখা ও শিক্ষার্থীদের যক্ষ্মা, ডেঙ্গু সহ অন্যান্য রোগ বিষয়ে সচেতন করে তোলার ওপর গুরুত্বারোপ করেন ও শিক্ষকদের এবিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

ওরয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে মূখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডাঃ মেহেদী হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ মামুন উদ্দীন আল আজাদ।

ওরিয়েন্টেশনে প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন ব্র্যাক এমটি (ল্যাব)- ইকিউএ জাহিদ হাসান।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন ব্র্যাক জেলা ব্যবস্থাপক, টিবি কনট্রোল প্রেগ্রাম অচিন্ত কুমার বোস এবং ওরিয়েন্টেশন সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর জেলা ব্র্যাক সমন্বয়ক শেখ মনিরুল হুদা।

তথ্য না দিয়ে সাংবাদিককে হয়রানি অভিযোগ গাংনীর ইউএনওর বিরুদ্ধে

গাংনী উপজেলার নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার নিকট তথ্য অধিকার আইনে তথ্য চেয়ে এখন আতংকের মধ্যে রয়েছেন আবেদনকারী সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ। ইউএনও প্রীতম সাহা এখন সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদের বিরুদ্ধে সাধারণ ডায়েরি করেছেন এবং নানাভাবে সায়েস্তার পাশাপাশি হয়রানি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এঘটনায় সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ খুলনা বিভাগীয় কমিশনারের দফতরে আবেদন করেছেন। বিষয়টি তিনি বিভাগীয় কমিশনারকে সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন।

বিভাগীয় কমিশনার বরাবর লেখা আবেদনে সাংবাংদিক ফয়েজ আহমেদ বলেন, গত ১৩ মার্চ খ্রিঃ তারিখে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ০৮ ধারা অনুযায়ী গাংনী উপজেলা প্রশাসনের কিছু সুনির্দিষ্ট তথ্য চেয়ে আমি আবেদন করেছিলাম। সে আবেদনের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য দেননি উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা। তথ্য না পেয়ে বিধি অনুযায়ী আমি গত ১৫ মে তারিখে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কাছে আপিল করি। আপিল সুনানি করে আপিল কতৃর্পক্ষ কোনো আদেশ দেননি। আপিল কর্তৃপক্ষ না দেওয়ায় বিধি অনুযায়ী ২৮ জুন প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর অভিযোগ দায়ের করি। প্রধান তথ্য কমিশনার বরাবর অভিযোগ দায়ের করার পর থেকেই গাংনী উপজেলা নির্বাহী আফিসার প্রীতম সাহা জানতে পেরে তথ্য না দেওয়ার জন্য পরিকল্পিত ভাবে মিথ্যা মামলায় আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী গত ৩ জুলাই তারিখে রাত ১১ টার সময় গাংনী থানার একজন এসআই কে আমার গ্রামের বাড়ি বাঁশবাড়ীয়া দক্ষিণপাড়াতে মাদ্ররাসার খোঁজ খবর নেওয়ার নাম করে আমাকে ধরতে পাঠিয়েছিলেন। ওইদিন আমি গ্রামের বাড়িতে না থাকায় উপজেলা নির্বাহী আফিসারের অপকৌশল কাজে লাগাতে না পেরে। উপজেলা নির্বাহী আফিসার প্রীতম সাহা আমাকে তথ্য না দিয়ে আমার স্বাক্ষর নানা তালবাহানা শুরু করেন। এক পর্যায়ে আমাকে তথ্য দিয়েছেন এবং আমি বুঝে পেয়েছি এমন একটি ভূয়া কাল্পনিক প্রাপ্তী শিকারপত্র তৈরী

করেছেন।

তিনি আমাকে তথ্য দিয়েছেন আর আমি তথ্য বুঝিয়া পেয়েছি এমন একটা মিথ্যা প্রাপ্তি শিকার ও আমি তথ্য চেয়ে উপজেলা নির্বাহী আফিসার বরাবর যে আবেদন করেছিলাম ওই আবেদনটি প্রত্যহার করছি এমন একটি চিঠি উপজেলা নির্বাহী আফিসার লিখে আমার সাক্ষর নেওয়ার জন্য গত ৫ জুলাই ৩ জন জনপ্রতিনিধিকে আমার মেহেরপুর শহরের ভাড়া করা বাসায় পাঠিয়েছিলেন। ওই ৩ জন জনপ্রতিনিধি আমার সাক্ষর নেওয়ার জন্য সর্বোচ্চ জোর জুলুম করেছিলেন। কিন্তু উপজেলা নির্বাহী আফিসার পাঠানো ২টি আবেদনে আমি সাক্ষর করিনি। উপজেলা নির্বাহী আফিসারের পাঠানো প্রাপ্তি স্বীকার আবেদনে আমার স্বাক্ষর কেউ যদি নকল করে করে উপজেলা নির্বাহী আফিসারের কাছে দিয়ে থাকে তাহলে সেই প্রাপ্তি স্বীকার ও আবেদনটি গ্রহণ না করার জন্য আবেদন করছি।

এদিকে ফয়েজ আহামেদ আরও বলেন, প্রীতম সাহা সরকারের তথ্য অধিকার আইনকে বৃদ্ধাঙ্গলী দেখিয়ে আমাকে মামলায় ফাঁসানোর জন্য বিভিন্ন অজুহাত তৈরী করেছেন। ইতোমধ্যে তিনি নিজে ও অন্য এক ব্যক্তিকে দিয়ে গাংনী থানায় আমার নামে মিথ্যা সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন বলে জানতে পেরেছি। ইউএনও প্রীতম সাহার কাছ থেকে তথ্য অধিকার আইনে তথ্য চেয়ে আবেদন করে আমি এখন প্রাণভয়ে শংকিত রয়েছি।

উল্লেখ্য, সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে সরকারি বরাদ্দের বিভিন্ন তথ্য চেয়ে আবেদন করাই প্রীতম সাহা তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। ফয়েজ আহমেদ অভিযোগ করেন তথ্য না দিয়ে এখন নানাভাবে হয়রানি ও বেকায়দায় ফেলার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ইউএনও প্রীতম সাহা।

এদিকে এ বিষয়ে মতামত জানতে গতকাল সন্ধ্যায় মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয় থেকে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে ফোন করা হলে তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

গাংনীতে ব্র্যাক পরিচালিত কার্যক্রম পরিদর্শন করলেন ইউএনও

মেহেরপুরের গাংনীতে ব্র্যাক পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা।

আজ বুধবার (১২ জুন) দুপুরে গাংনীর ধানখোলা ইউনিয়নের কসবা এলাকায় ব্র্যাক যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচীর কমিউনিটি পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক পরিদর্শন করেন তিনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা ব্র্যাকের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রমের বিষয়ে অবগত হন।

এ সময় তিনি উঠান বৈঠক উপস্থিত সকলকে যক্ষা রোগ নির্নয়, স্বাস্থ্য-পুষ্টি সহ অন্যান্য বিষয়ে সচেতনতামূলক বার্তা দেন। এ ক্ষেত্রে তিনি সরাসরি বা ব্র্যাকের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সকলকে বলেন।

এরপরে তিনি ব্র্যাকের কৃত্তিম প্রজনন কর্মসূচীর আওতায় প্রজননকৃত একটি বাছুর পরিদর্শন করেন ও খামারীর সাথে কথা বলেন।

পরিদর্শনকালে ব্র্যাক রেগুলেটরি এফেয়ার্স ইউনিটের ডিভিশনাল ম্যানেজার আবু সাঈদ, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা.সুপ্রভা রানী, ব্রাক জেলা সমন্বয়ক (বিডিসি) শেখ মনিরুল হুদা, টিবি কনট্রোল প্রোগ্রামের পিও মো: আক্তার হোসেন, ব্র্যাক মাইক্রোফাইনান্স এরিয়া ম্যানেজার (দাবি) মোঃ আবিদ হোসেন, টিবি কনট্রোল প্রোগ্রামের মাঠকর্মী তুহিন শেখ, ব্যবস্থাপক (মাইক্রোফাইনান্স-বিসিইউপি) প্রকাশ কুমার প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

ছাগল নিয়ে ইউএনওর তুঘলকি কাণ্ড

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্তরে ছাগল প্রবেশ করার অপরাধে দুটি ছাগল আটক করে ছাগল মালিক লাভলী খাতুনের সাথে অসৌজন্য মুলক আচরন করার অভিযোগ উঠেছে উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার বিরুদ্ধে। পরে বিভাগীয় কমিশনারের কাছে অভিযোগ দিলে তারপর থেকে ছাগল ফেরত দিতে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেন।

শুক্রবার দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত এ ঘটনা ঘটে। ছাগল মালিক লাভলী খাতুন গাংনী বাজারের কম্পিউটার ব্যবসায়ী গাংনী সাইন্স এন্ড টেকলোজি কলেজের পরিচালক নাজমুল হুদার স্ত্রী।

এ ঘটনায় বিচার চেয়ে খুলনা বিভাগীয় কমিশনার হেলাল মাহমুদ শরীফের কাছে বিচার চেয়ে মোবাইল ফোনে আবেদন করেন নাজমুল হুদা। এ ঘটনায় বিচারের আশ্বাস দিয়েছে বিভাগীয় কমিশনার।

ছাগল মালিক লাভলী খাতুন জানান, আর্থিক সচ্ছলতার জন্য বাড়িতে দুটি ছাগল পালন করেন। উপজেলা পরিষদের সীমানা প্রাচীর না থাকার কারনে শুক্রবার দুপুরে ছাগল দুটি উপজেলা পরিষদের মধ্যে প্রবেশ করে। এঘটনায় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা ক্ষুদ্ধ হয়ে ছাগল দুটি আটক করে। অনেকবার অনুরোধ করার পরও ছাগল ফেরত না দিয়ে অসৌজন্য মুলক আচরন করে তাড়িয়ে দেন। এরপর আবারো ছাগল আনতে গেলে আবারো অসৌজন্য মুলক আচরন করেন।

লাভলী খাতুনের স্বামী নাজমুল হুদা বলেন, ছাগল দুটি আনার জন্য তিনি নিজেও দুইবার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে গিয়েছিলেন। বারবার অনুরোধ করার পরও ছাগল না দিয়ে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে প্রাণী সম্পদ বিভাগের কাছে হস্তান্তর কিংবা কোনো খামারে প্রদান অথবা বিক্রি করে দেওয়া হবে বলে হুমকী দেন। পরে বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসকের মোবাইল নম্বরে কল দিলেও তিনি রিসিভ করেননি। অবশেষে রাত ১১ টায় বিষয়টি খুলনা বিভাগীয় কমিশনার হেলাল মাহমুদ শরীফ মহোদয়কে জানানো হলে তিনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। কিছুক্ষন পর গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের মাস্টাররোলে কর্মচারী হাবিবুর রহমান হাবিব, ইউএনও অফিসের নাজির আবু হানজালা, গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাহউদ্দীন শাওন ও সবশেষে গাংনী থানার জনৈক্য একজন উপপরিদর্শক (এসআই) কে দিয়ে ছাগল ফেরত নেওয়ার কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন অসৌজন্য আচরন ও ছাগল আটকের বিষয়টি জনপ্রশাসন মন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন,মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী মো: আব্দুর রহমান সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানানো হবে। তবে তিনি ও তার পরিবার সার্বিক বিষয়ে নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছেন।

গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি সালাহ উদ্দীন শাওন বলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অনুরোধে ছাগল মালিক লাভলী খাতুন ও নাজমুল হককে ফেরত নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

তবে এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার মেহেরপুর প্রতিদিন অফিস থেকে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ছাগল মালিকের অভিযোগ সংর্বাশে সঠিক নয়। তবে ছাগল দুটি কিছুক্ষণ আটকিয়ে রাখলেও রাতেই মালিকের কাছে দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, ছাগল কাণ্ড নিয়ে দিনভর নানা আলোচনা-সমালোচনা কেটেছে গাংনী উপজেলা শহর।

মেহেরপুরে ব্র্যাক কার্যালয় পরিদর্শন করলেন ইউএনও

মেহেরপুরে ব্র্যাক অফিসের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজী নাজিব হাসান।

আজ রবিবার (১৯ মে) দুপুরে ব্র্যাক মেহেরপুর সদর কার্যালয় পরিদর্শন করেন তিনি।

অফিস পরিদর্শনকালে ব্র্যাকের বিভিন্ন কর্মসূচির কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হন এবং দফরপুর, আমঝুপি ব্র্যাক যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির কমিউনিটির পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক পরিদর্শন করেন এবং ওখানে উপস্থিত সকলকে সচেতনতামূলক বার্তা দেন।

এসময় মেহেরপুর বিডিসি শেখ মনিরুল হুদা, টিবি কনট্রোল প্রোগ্রাম

ডিএম অচিন্ত কুমার বোস, ফাইনান্স এন্ড একাউন্টস ইউএএম সমীর কুমার বিশ্বাস, মাইক্রোফাইনান্স দাবি এলাকা ব্যবস্থাপক মো: এমরান হোসেন, মাইক্রোফাইনান্স দাবি শাখা ব্যবস্থাপক মো: মাহামুদুল হাসান, মাইক্রোফাইনান্স প্রগতি এলাকা ব্যবস্থাপক জোছনা বেগমসহ অন্যান্য ব্র্যাক কর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

১২০ বছর বয়সী বৃদ্ধা নয়তোন নেছার পাশে দাড়ালেন ঝিনাইদহের ইউএনও

মৃত্যু সনদ দিয়ে ভাতা বন্ধ করে দেওয়া ১২০ বছর বয়সী বৃদ্ধা নয়তোন নেছার পাশে দাড়ালেন ঝিনাইদহের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজিয়া আক্তার চৌধুরী।

গতকাল সোমবার ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কালিচরনপুর ইউনিয়নের কেষ্টপুর গ্রামের ওই বৃদ্ধাকে উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে আসন্ন ঈদ-উল-ফিতরের খাবার সামগ্রী নিজ হাতে ভ্যানে উঠিয়ে দেন।

সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরী বলেন, উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে শুকনা খাবার সহায়তা নিয়ে নয়তোন নেছার সাথে দেখা করে তাঁর বয়স্কভাতার কার্ডের ভুল দ্রুত সংশোধন করে ২৫ হাজার টাকা দেন। এর আগে, মৃত নাদের মন্ডলের স্ত্রী নয়তোন নেছার মৃত্যুর সনদ দিয়ে তার বয়স্ক ভাতা বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠে। গরিব, অসহায় নয়তোন নেছার ভাতার কার্ড বন্ধ থাকার কথা জানতে পেরে তিনি নিজে ৩০ কেজি চাল, ৫ কেজি ডাল, ২ লিটার তেল, ২ কেজি চিনি ও ২ প্যাকেট সেমাই পৌঁছে দেন।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার আব্দুল হাই সিদ্দিকী, গান্না ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আতিকুল হাসান মাসুম সহ অন্যান্যরা।

দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শনে ইউএনও রোকসানা মিতা

দামুড়হুদা ০৬নং হাউলী ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শন করলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) রোকসানা মিতা।

আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে তিনি সরজমিনে ইউনিয়ন পরিষদের সমস্ত কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি ইউনিয়ন পরিষদের সকল কার্যক্রম ভালো ভাবে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিষদের সমস্ত রেজিস্ট্রার চেক করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি পরিষদের পরিচালিত কার্যক্রমে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, সচিব নাঈম হোসেন, ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম, আ: হান্নান পটু, শাহজামাল, সেলিম উদ্দিনসহ ইউনিয়ন পরিষদের সকল ইউপি সদস্য ও অনান্য সদস্য বৃন্দ।

ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শন শেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন, পরিষদের সার্বিক কার্যক্রম সন্তোষজনক। কয়েকটি রেজিস্ট্রার হালনাগাদ ছিলো না, সেগুলো হালনাগাদ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

এসময় তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ এর গণ্ডি পেরিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশে পদার্পণ করছে, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিরলস ভাবে কাজ করতে হবে। বাল্যবিবাহ ও মাদক নির্মূল করতে উপজেলা প্রশাসন সর্বদা সজাগ ও ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্যদেরকে কাজ করতে হবে এবং তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করবেন। এক্ষেত্রে কোন রকম অনিয়ম সহ্য করা হবেনা।

দামুড়হুদায় বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করলেন ইউএনও

দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ালগাছি ইউনিয়নে মঙ্গলবার বিকাল ৩ টা সময় অর্থবছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কাবিখা, কাবিটা ২য় পর্যায়, কর্মসূচির প্রকল্প কাজের পরিদর্শন করলেন ইউএনও রোকসানা মিতা।

দর্শনা থানার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের কুড়ুলগাছি পশ্চিম পাড়া রাস্তা ও ধান্যঘরা পূর্ব পাড়া রাস্তার ফ্ল্যাট সলিং এবং বুইচিতলা কমিউনিটি ক্লিনিক প্রাংগনে মাটি ভরাট প্রকল্প কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন নির্মাণমাধীন প্রকল্পের কাজের পরিদর্শন করলেন। দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা।এসময় উপস্থিত ছিলেন কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন, পিআইও, মিজানুর রহমান।

অপরদিকে চলমান রাস্তার কাবিখা কাবিটা গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়ন মাটি ভরাট সংস্কার রাস্তার ফ্ল্যাট সলিং অন্তর্ভুক্ত রাস্তাতার কাজের উন্নত মানের ইট বালি সরবরাহ করা সহ দ্রুততার সাথে কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেন।এছাড়া প্রকল্পের কাজের মান সন্তোষজনক।

সময় দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন, বর্ষা মৌসুমে জনগনের চলাচল সহ যে কোন সমস্যা আমরা দ্রুুততার সাথে সমাধান করবো। বর্তমান সরকারের অঙ্গিকার বাস্তবায়নে আমরা সকল সময় নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছি।

দামুড়হুদায় বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করলেন ইউএনও

দামুড়হুদায় বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউএনও রোকসানা মিতা। আজ বুধবার বেলা ২টার সময় তিনি সরজমিনে পরিদর্শন করেন।

২০২২-২৩ অর্থবছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা /কাবিটা -২য় পর্যায়) কর্মসূচির আওতায় দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের মোক্তারপুরে রাস্তায় মাটি ভরাটকরণ, কেশবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠের ভাংগনরোধে মাটি ভরাট, দেউলি এবং পাটাচোরা গ্রামে রাস্তা ফ্ল্যাট সলিংকরণ প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, ইউপি সদস্য হাসান আলী সহ স্থানীয় এলাকবাসী।

এসময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরেই বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল। উন্নয়নের ধারা যাতে অব্যাহত থাকে তারই ধারাবাহিকতাই দামুড়হুদা উপজেলায় সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ চলছে। প্রকল্পের কাজ সঠিক সময়ে যাতে শেষ হয় সে ব্যাপারে তিনি দিকনির্দেশনা দেন। কাজে কোন রকম ত্রুটি বিচ্যুতি মেনে নেওয়া হবে না বলে তিনি দিকনির্দেশনা দেন।

দামুড়হুদায় কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শন ইউএনও

দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শন করেছেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা।

আজ মঙ্গলবার বেলা ১২টার দিকে তিনি ভূমি অফিস পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা এ সময় তিনি ভূমি অফিসে আগত সেবা প্রত্যাশীদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের খোঁজখবর নেন।

তিনি বলেন, সরকার ভূমিসেবা খাতে ব্যাপক উন্নয়ন করছে। ভূমিসেবা নিতে এসে সাধারণ জনগণ যাতে হয়রানি ও ভোগান্তির স্বীকার না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তাদের প্রতি সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।